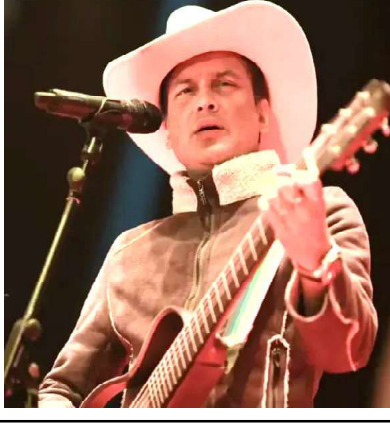


মহান কণ্ঠশিল্পী জুবিন গাঙ্গের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী ১৯ সেপ্টেম্বর গভীর শ্রদ্ধা ভরে কেবলমাত্র রাজ্যেই নয় দিল্লিতেও স্মরণ করা হয়। তাছাড়া ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে রাজ্যিক কার্যালয়ে মহান শিল্পীর স্মরণে রক্তদান শিবির করা হয় এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা থেকে গুরু করে মন্ত্রী-বিধায়ক সহ বিশিষ্টজনেরা রক্তদান করেন। উল্লেখ্য গতবছর ১৯ সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরে সাগরের জলে ডুবে মর্মান্তিক অকাল প্রয়াণ ঘটে এই ব্যক্তিত্বের। শ্রদ্ধায় আবেগে জুবিন ফ্রেত্র সোনাপুরে আবেগঘন পরিবেশে ছিল। গুয়াহাটি।



RNI REGD. NO. ASSBEN/2015/64350, Postal Regn. No.-SC-69/2025-2027

‘শুভেচ্ছা’ মানবতার ই উৎস মুখ

শুভেচ্ছা

VOLUME- 12, ISSUE : 7 "Shubheccha" (Bengali-Weekly Newspaper), Silchar, Monday 21 September, 2026 • শিলচর ৩ আশ্বিন, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, সোমবার মূল্য - ৫.০০ টাকা মাত্র, ৪ পাতা

প্রধানমন্ত্রীর সেমিকন ইন্ডিয়া সূচনা

নতুন দিল্লি : সেমিকনভাক্টর সেক্টরে বড় পদক্ষেপ কেন্দ্র সরকারের। দিল্লির দ্বারকার যশোভূমিতে সেমিকন ইন্ডিয়া ২০২৬ সম্মেলনের সূচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিন দিনের এই ইভেন্টে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের চিপ নির্মাতা সংস্থা, নীতিনির্ধারক, স্টার্টআপ, বিনিয়োগকারী ও গবেষকরা উপস্থিত ছিলেন। এবারের সম্মেলনের থিম ‘সিলিকন টু সিস্টেমস বিল্ডিং দ্য ইকোসিস্টেম’। অর্থাৎ শুধু চিপ তৈরির কারখানা নয়, চিপ ডিজাইন, ফ্যাব্রিকেশন, প্যাকেজিং, টেস্টিং, কাঁচামাল, গবেষণা এবং দক্ষ কর্মী তৈরির উপরও জোর দিচ্ছে কেন্দ্র। ২০২১ সালে সেমিকন ইন্ডিয়া প্রোগ্রাম চালু করে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার। এতে বরাদ্দ ছিল ৭৬,০০০ কোটি টাকা। এরপর ২০২৬ সালের জুলাইয়ে



সেমিকন ২.০-তে ১,২৭,৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দে অনুমোদন করেছে কেন্দ্র। এখন পর্যন্ত ছয়টি রাজ্যে ১২টি সেমিকনভাক্টর প্রকল্প অনুমোদন পেয়েছে। এই প্রকল্পগুলিতে মোট বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতি ১.৬৪ লক্ষ কোটি ছাড়িয়েছে। এর মধ্যে তিনটি কারখানায় ইতিমধ্যেই বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হয়েছে। সেমিকনভাক্টরের আগে দেশে ইলেকট্রনিক্স উৎপাদনের পরিকাঠামো তৈরি হয়েছে। ২০১৪-১৫ সালে ভারতের ইলেকট্রনিক্স উৎপাদন ছিল প্রায় ১.৯ লক্ষ কোটি টাকা। ২০২৫-২৬ সালে তা বেড়ে হয়েছে ১৩.১১ লক্ষ কোটি টাকা। ইলেকট্রনিক্স রফতানিও প্রায় ৩৮,০০০ কোটি টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ৪.২৪ লক্ষ তিনের পাতায়—

জন্মগত হৃদরোগে আক্রান্ত শিশুদের বিনামূল্যে চিকিৎসার দায়িত্ব কেন্দ্রের

গুয়াহাটি : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৭৬তম জন্মদিন উপলক্ষে জন্মগত হৃদরোগে আক্রান্ত ৭৬ জন শিশুর চিকিৎসার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেছে অসম সরকার। রাষ্ট্রীয় স্বাস্থ্য অভিযান (এনএইচএম)-এর উদ্যোগে এই শিশুদের দেশের বিভিন্ন প্রান্তের নামি হাসপাতাল ও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে পাঠানো হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে নেওয়া এই বিশেষ উদ্যোগের আওতায় শিশুদের চিকিৎসার জন্য বেঙ্গালুরুর নারায়ণা হেলথ, কলকাতা ও মুম্বইয়ের বিভিন্ন হাসপাতাল এবং হেলথ সিটি হাসপাতালে পাঠানো হবে। জন্মগত হৃদরোগে (সিএইচডি) আক্রান্ত শিশুদের বিনামূল্যে চিকিৎসা দেওয়াই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের অধ্যক্ষ ডাঃ বাবুল বেজবরুয়া জানান, প্রধানমন্ত্রীর তিনের পাতায়—



‘নেশামুক্ত ভারত সংকল্প’ অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল



লক্ষীপুর : আমাদের পরিবারের খুশির দিন, কারণ আমাদের যুবকদের ভবিষ্যৎ সুদৃঢ় করতে নেশামুক্ত ভারত সংকল্প এক অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। যুবকদের ইতিবাচক দিশা প্রদান করে তাদের শক্তিশালী রূপে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হবে। কাছাড় জেলার পয়লাপুল নেহরু কলেজে ‘নেশামুক্ত ভারত সংকল্প’ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে এ মন্তব্য করেন রাজ্যপাল লক্ষ্মণপ্রসাদ আচার্য। এ দিন রাজ্যপালকে উত্তরীয় পরিয়ে স্বাগত জানান রাজ্যের মন্ত্রী কৌশিক রাই। রাষ্ট্র গান, জাতীয় সঙ্গীত এবং রাজ্যগীত গেয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল আচার্য আরও বলেন, যুব প্রজন্ম হলো দেশের ভবিষ্যৎ নেশার কবলে পড়ে দেশের ভবিষ্যৎ নষ্ট করা অনুচিত। সমাজ গঠনে শিক্ষার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার পাশাপাশি এনসিসি, এনএসএস ইত্যাদি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুব প্রজন্মকে গড়ে তুলতে হবে। তিনের পাতায়—

স্বচ্ছতা হি সেবা অভিযান শুরু শ্রীভূমিতে

শ্রীভূমি : সমগ্র দেশের সঙ্গে শ্রীভূমিতেও ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত মাসব্যাপী স্বচ্ছতা হি সেবা-এর অভিযান শুরু হবে। এ অভিযানের কর্মসূচি নিয়ে সোমবার শ্রীভূমি জেলাশাসক কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শ্রীভূমি জেলা পরিষদের সিইও এবং ভারপ্রাপ্ত জেলাশাসক মুন গগৈর পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত সভায় অতিরিক্ত জেলাশাসক ও ভারপ্রাপ্ত ডিডিসি এল থিংতে স্বচ্ছতা হি সেবা অভিযানের মাসব্যাপী কর্মসূচি নিয়ে প্রশাসনিক ও সব বিভাগীয়

আধিকারিকদের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এ অভিযানের পাঁচটি স্তম্ভ ট্রান্সফরমেশন অফ ক্রিনলিনেস টার্গেট ইউনিটস অ্যান্ড ক্রিন পাবলিক স্পেসেস, স্বচ্ছ পাঠশালা, যুবা ফর স্বচ্ছতা, সাফাই মিত্র সুরক্ষা এবং সম্মান শিবির, জন ভাগিদারি ফর স্বচ্ছতা ও স্বচ্ছতা সে সমৃদ্ধি।

কর্মসূচি অনুযায়ী ১৭ সেপ্টেম্বর স্বচ্ছতা হি সেবা অভিযানের জাতীয় কার্যক্রমে প্রতিজন গৃহস্থ তাঁদের আবাসস্থলে সাফাই করবেন এবং স্বচ্ছতার সংকল্প নিয়ে একটি প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করবেন। ১৮ সেপ্টেম্বর স্বচ্ছ তিনের পাতায়—

সামাজিক অধিকারিতা শিবির প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে

হাইলাকান্দি : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন উপলক্ষে দেশব্যাপী কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে বৃহস্পতিবার হাইলাকান্দিতে দিব্যঙ্গজনের মধ্যে সহায়ক সামগ্রী বিতরণ করা হয়। দেশের ৭৬টিরও বেশি স্থানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে হাইলাকান্দি জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত হয় সামাজিক অধিকারিতা শিবির। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন করিমগঞ্জের সাংসদ কৃপানান্থ মালা, হাইলাকান্দির বিধায়ক ড. মিলন দাস, জেলা

শাসক জয় বিকাশ, সমাজসেবী স্বপন ভট্টাচার্য, সক্ষম-এর পক্ষে গোবিন্দ চন্দ্র নাথ এবং অ্যালিমকোর প্রতিনিধি সৌমদীপ মণ্ডল প্রমুখ। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। স্বাগত বক্তব্য পেশ করেন জেলা সমাজকল্যাণ আধিকারিক মঞ্জিত দাস। জেলা শাসক জয় বিকাশ দিব্যঙ্গজনকে সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে উল্লেখ করে সরকারি সহায়তা ও সুযোগ-সুবিধার সুফল গ্রহণের আহ্বান জানান। সাংসদ কৃপানান্থ মালা বলেন, প্রধানমন্ত্রীর তিনের পাতায়—

দীর্ঘদিন শেষ হলেও পাকিস্তান যে জঙ্গি দেশ তা প্রমাণিত

দীর্ঘ ১৮ বছর পর অবশেষে পাকিস্তান সরকার মেনে নিল, ২০০৮-এর ২৬ নভেম্বর মুম্বাই জঙ্গি হামলার শিকড় ছিল তাদের দেশেই। অবশ্য সরাসরি একথা স্বীকার করেনি পাকিস্তান। বরং আন্তর্জাতিক কোপের মুখে পড়ে নিজের পিঠ বাঁচাতে এবং লঙ্কর-ই-তৈবার প্রধান হাফিজ সঈদ ও সঙ্গীদের আড়াল করতে, ঘুরপথে সরকারি নথিতে এই স্বীকারোক্তি দিল শেহবাজ শরিফের সরকার। পাকিস্তানের তদন্তকারী বিভাগ ফেডারেল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এফআইএ) তাদের রেড বুক নতুন করে আপডেট করেছে। যেখানে মোস্ট ওয়ান্টেড জঙ্গিদের নাম ও বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। সেখানেই রয়েছে, মুম্বাইয়ে হামলাকারীদের তথ্য। করাচি থেকে যে দুটি বোট করে ১০ জঙ্গি মুম্বাই এসেছিল, সেই দুই বোটের ১১ জন ক্রু সদস্যদের নাম দেখা যাচ্ছে তালিকায়। পাশাপাশি তালিকায় রয়েছে বোটের দুই চালক ও অপারেশনের ফান্ড জোগাড় করা ছ'জনের নাম। পাক তদন্তকারী সংস্থা জানিয়েছে, গত দু'দশকে এই ১৯ জনের কোনও হদিশ পাওয়া যায়নি। তাদের খোঁজ এখনও চলছে। অর্থাৎ ঘুরপথে হলেও এই তথ্যে পাকিস্তান স্বীকার করে নিল ২৬/১১ হামলার নীল নকশা তাদের দেশেই নীল নকশা তৈরি হয়েছিল। যদিও ভারত বারবার জানিয়েছে, এই হামলার মূল ষড়যন্ত্রী লঙ্কর প্রধান হাফিজ সঈদ। তার সঙ্গে ছিল জাকিউর রহমান লাকভি, সাজিদ মির, আবু জিন্দাল, ডেভিড হ্যাডলি। ইসলামাবাদের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মঞ্চে এই সংক্রান্ত যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ পেশ করেছে ভারত। তার পরও এফআইএ-র রেড বুক এদের নাম তোলা হয়নি। মুম্বাই হামলার ষড়যন্ত্র করেছিল লঙ্কর ও জৈশ জঙ্গিরা। এই জঙ্গি সংগঠনের নামও মুখে আনেনি পাকিস্তান। ফলে রেড বুক নাম উঠলেও এরা কোন জঙ্গি সংগঠনের সদস্য তা পাকিস্তান জানাতে রাজি নয়। সবচেয়ে অবাক করা বিষয় হল, হামলার মাস্টার মাইন্ড হাফিজ সঈদের নাম রাখা হয়নি তালিকায়। তাতেই স্পষ্ট হয় যে, হাফিজকে বাঁচাতে কোনও খামতি রাখছে না শেহবাজ সরকার। কিন্তু এতদিন পর হঠাৎ কেন সরকারি নথিতে মুম্বাই হামলার জঙ্গিদের নাম তুলে ধরল পাকিস্তান? জানা গিয়েছে, সন্ত্রাসবাদের মদতদাতা হিসেবে পাকিস্তানের উপর দীর্ঘদিন ধরে নজর রয়েছে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির। অতীতে তাদের অর্থসাহায্যও বন্ধ হয়েছে। পাকিস্তান বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রাপ্ত অর্থ সন্ত্রাসবাদে ব্যবহার করে কি না তা খতিয়ে দেখে রিপোর্ট পেশ করে ফিন্যান্সিয়ার অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (এফএটিএফ)। তথ্য প্রমাণ হাতে এলেই ধূসর বা কালো তালিকাভুক্ত হয় দেশটি। সেই কোপে পড়ার ভয়েই এই তৎপরতা পাকিস্তানের। লোক দেখানো হলেও সম্প্রতি জৈশ প্রধান মাসুদ আজাহারের মাথার উপর পুরস্কারমূল্য বাড়িয়েছে ইসলামাবাদ।

পাহাড়ে 'সেবা সংকল্প অভিযান' নিয়ে প্রস্তুতি তুঙ্গে

হাফলং ৪ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জনজীবনে ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১৭ অক্টোবর পর্যন্ত মাসব্যাপী 'সেবা সংকল্প অভিযান' পালনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে ডিমা হাসাও জেলায়। এই কর্মসূচিকে সফল করে তুলতে মঙ্গলবার ডিমা হাসাও স্বায়ত্তশাসিত পরিষদ ও জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে পৃথকে পৃথকে প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

ডিমা হাসাও স্বশাসিত পরিষদের অফিসার্স কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন পরিষদের যুগ্মসচিব রেবেকা চাংসান। পরিষদের বিভিন্ন বিভাগের প্রধান ও পদস্থ আধিকারিকরা বৈঠকে অংশ নেন। মাসব্যাপী কর্মসূচির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করার পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলির দায়িত্ব ও কর্মপরিকল্পনা পর্যালোচনা করা হয়।

বৈঠকে রেবেকা চাংসান বলেন, 'সেবা সংকল্প'-এর মূল ভাবনাকে তৃণমূল স্তরে বাস্তব রূপ দিতে সমস্ত বিভাগের সম্মিলিত উদ্যোগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জনসেবা, অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন এবং সাধারণ মানুষের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে প্রত্যেক বিভাগকে সমন্বিতভাবে কাজ করার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

এই অভিযানের আওতায় জেলার গ্রাম ও শহরাঞ্চলে সচেতনতা অভিযান, জনসংযোগ ও বিভিন্ন ধরনের পরিষেবামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা ও নারী ক্ষমতায়নের মতো

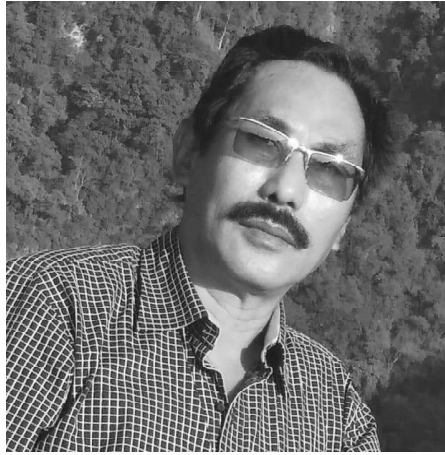
বিষয়গুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন জাতীয় দিবস পালন এবং জনমুখী কর্মসূচিরও আয়োজন করা হবে। নাগরিক সমাজ ও বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনকে সম্পৃক্ত করে ব্যাপক জনসাধারণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে, একই কর্মসূচিকে সামনে রেখে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগেও ডিসি কনফারেন্স হলে পৃথক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। জেলা কমিশনার গায়ত্রী দেবীদাস হিয়ালিংগের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্টের আধিকারিকরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে ডিমা হাসাওয়ের সিনিয়র সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ রিপুঞ্জয় কাকতিও উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে মাসব্যাপী কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন দপ্তরের উপর অপরিচিত দায়িত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। প্রতিটি বিভাগকে নিজ নিজ কর্মসূচির বিস্তারিত পরিকল্পনা বা অ্যাকশন প্ল্যান প্রস্তুত করে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ডিমা হাসাও স্বশাসিত পরিষদ এবং জেলা প্রশাসনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সমন্বয় ও সহযোগিতার মাধ্যমে সেবা সংকল্প অভিযানকে জনমুখী ও সফল করে তোলার প্রত্যাশা করা হচ্ছে। বৈঠক গুলিতে সময়মতো পরিকল্পনা গ্রহণ, দায়িত্ব বণ্টন এবং দ্রুত বাস্তবায়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

উত্তর পূর্বাঞ্চলের জাতীয় ঐক্যসূত্র বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোকপাত ভূমিকা

কলাশ্রী পরিতোষ বর্মণ, সংস্কৃতি রত্ন

'বেদ চর্চা' বা 'জ্ঞানচর্চা'র নামে বিকৃতায়নের প্রচলন হয়েছিল। তাই বলেই সম্রাট অশোকের ব্যবহৃত ধর্মালিপি ভারতীয় মানব সভ্যতার ফসল না হয়ে হয়ে পড়েছিল ঈশ্বর সৃষ্ট। প্রাচীন ভারতবর্ষে জ্ঞান, ব্যবহারিক জ্ঞান বা সাক্ষর জ্ঞানকে ঈশ্বর বলে প্রচার হয়েছিল যদিও ছদ্মবেশী কাকপণ্ডিত মহলে দৌলতো। তাই বলেই ঈশ্বরের এই ধারণার অপদৃশ্য ঘটেছিল। বিশ্বের অন্যতম জ্ঞান চর্চা কেন্দ্র সমূহ বিধ্বংসিত হওয়ায় লুপ্ত হয়ে পড়েছিল জ্ঞানদ্বার বিকৃতায়নে বিলুপ্ত হয়ে পড়েছিল বিভিন্ন অঞ্চলের ভাষা আর লিপির বুনিয়ে প্রচারিত ধর্মদর্শনের বাণী সমূহ। সঙ্ক্ষ অন্ধত্ব বা স্বার্থাধ্বষীদের ব্যক্তিগত লাভের অন্ধত্বের কারণে চলছিল ভুলকে উপেক্ষা করা এবং ভুলকে শুদ্ধ



প্রতিপন্ন করার প্রয়াসকে জীউয়ে রাখার সঙ্গে স্বার্থাধ্বষী সমাজ সংস্কারকদের ঐক্যতা। কিন্তু যুক্তি থাকলেও ভুলের ভিত্তিতে উত্তরণের প্রয়াস সর্বদাই নিষ্ফল রূপে দেখা দেয়। (বরদলৈ ভাস্কর - অসমীয়া লিপির ক্রমবিকাশ-২০২০ঙ্গ পৃঃ ২৯-৩২।)

(স্বামী বিবেকানন্দ

ইংল্যান্ডে প্রদত্ত বক্তৃতায় বলেছিলেন- '..... সার্বভৌম ধর্মের আদর্শ বলতে আমি কি বুঝি? আমি এমন কোনও সার্বভৌম দার্শনিক তত্ত্ব, কোনও সার্বভৌম পৌরাণিক তত্ত্ব অথবা কোনও সার্বভৌম আচার-পদ্ধতির কথা বলছি না যা সকলেই মেনে চলে।

ক্রমশঃ —

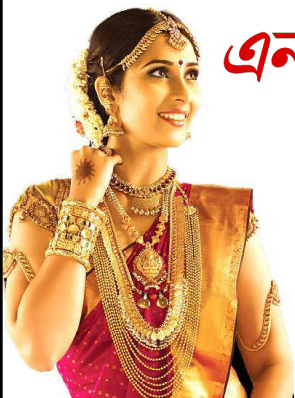
House Rent Available for Job Holders

at Prime Location in Silchar.

One Single room with attached
Bathroom and Kitchen and

One Double room with attached Bathroom,
Kitchen and Balcony.

Please Contact - 9435724853



এন কে জুয়েলার্স

এন এন দত্তরোড,

শিলচর - ৭৮৮০০১,

কাছাড়, আসাম

Hallmark Gold, Making
facility available Here
Mob. No. - 9435809452

Natural, Unique, Healthy, Good To Drink
ROSEKANDY TEA
Is Now Trustea certified

Green Tea is
also Available
in Silchar
At



RAJESH TRADING CO. Premtala, Silchar - 1
Tel : 03842-247214, 234883

জমি বিক্রয়

শিলচর শহরে ২কাঠা জমির
ওপর বসতবাড়ি তিনতলা
ফাউন্ডেশন যুক্ত বিক্রয় করা
হবে, দর আলোচনা সাপেক্ষ।

যোগাযোগ করুন :

৯১০১৬৫৩৯৬৫

একের পাতার পর

স্বচ্ছতা হি সেবা অভিযান শুরু শ্রীভূমিতে

পাঠশালায় যুবা ফর স্বচ্ছতা কর্মসূচিতে জনগণ, রাজনৈতিক নেতৃবর্গ, ছাত্রছাত্রী, যুব ও এসএইচজিরা স্বচ্ছতার চারটি মন্ত্র পৃথকীকরণ, রিডিউস, রিইউজ ও রিসাইকেল নিয়ে সচেতনতা ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা, দেওয়াল পেইন্টিং, অঙ্কন প্রতিযোগিতা, স্বচ্ছ জ্ঞান যাত্রা, স্বচ্ছতা সংবাদ, স্কুলে ডিবেট ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হবে। ১৯ ও ২০ সেপ্টেম্বর লক্ষ্য নির্ধারিত স্থানে ও আবর্জনা প্রবণ এলাকায় সাফাই অভিযানের কর্মসূচি রয়েছে। ২১ ও ২২ সেপ্টেম্বর হাটবাজার এলাকা ও অন্যান্য জনগণের ব্যবহৃত স্থানে সাফাই-সহ প্লাস্টিকের ব্যবহার থেকে বিরত থাকার বার্তা, পাবলিক টয়লেট স্বচ্ছ রাখার সচেতনতা চালানো হবে। ২৩ ও ২৪ সেপ্টেম্বর জনগণের অংশগ্রহণে চারটি উপায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বর্জ্যের পৃথকীকরণ, গৃহ প্রসঙ্গে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, প্লাস্টিকের ব্যবহার থেকে বিরত থাকা এবং রিডিউস, রিইউজ, রিসাইকেল অভিযানের কর্মসূচি এবং স্বচ্ছতার বার্তা ছড়িয়ে দিতে স্কুল-কলেজ ইত্যাদিতে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা থাকছে।

২৫ ও ২৬ সেপ্টেম্বর ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও পরে বিসর্জন ইত্যাদির পর নদীর ঘাট ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে পুজো কমিটি, জনগণ, ছাত্রছাত্রী, এসএইচজি, এনজিও ও যুবাদের নিয়ে সাফাই সচেতনতা অভিযান চলবে। ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যটন স্থলে সাফাই, ২৮ ও ২৯ সেপ্টেম্বর স্বচ্ছতা সে সমৃদ্ধি। এতে কাবাড় সে জুগাড়, কাবাড় সে কলা, প্লাস্টিক রিসাইকেল মেলা, রিইউজ ও রিসাইকেল অভিযান। ৩০ সেপ্টেম্বর সাফাই মিত্র সুরক্ষা এবং সম্মান শিবির।

প্রধানমন্ত্রীর কাল সেমিকন ইন্ডিয়া সূচনা

কোটি টাকা। মোবাইল ফোন উৎপাদন ১৮,০০০ কোটি টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ৬.২৭ লক্ষ কোটি টাকা। মোবাইল রফতানি পৌঁছেছে ২.৫৯ লক্ষ কোটি টাকাত। বর্তমানে দেশে ব্যবহৃত মোবাইল ফোনের ৯৯.২ শতাংশই ভারতে তৈরি হয়।

এবারের সম্মেলনে ৬০০-র বেশি এগজিবিটর অংশ নেবে বলে আশা করা হচ্ছে। এর মধ্যে প্রায় ৩০০টি আন্তর্জাতিক সংস্থা। ১৫,০০০ বর্গমিটার এলাকা জুড়ে হবে প্রদর্শনী। থাকছে ছয়টি দেশের প্যাভিলিয়ন, ১২টি রাজ্যের প্যাভিলিয়ন, স্টার্টআপ শোকেস, পড়ুয়াদের হ্যাকাথন এবং ওয়ার্কফোর্স ডেভেলপমেন্ট প্যাভিলিয়ন।

বিভিন্ন আলোচনায় অংশ নেবেন ১৫০-র বেশি বক্তা। ইতিমধ্যেই প্যাক্স সিলিকা কোয়ালিশনে যোগ দিয়েছে ভারত। নিরাপদ সেমিকন্ডাক্টর ও এআই সরবরাহ ব্যবস্থা গড়ে তোলার আন্তর্জাতিক উদ্যোগের অংশ এই জোট। ফলে সেমিকন ইন্ডিয়া ২০২৬ শুধু একটি প্রদর্শনী নয়, ভারতের সেমিকন্ডাক্টর পরিকল্পনা কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে, তারও বড় মঞ্চ। নীতি থেকে কারখানা, চিপ ডিজাইন এবং বাণিজ্যিক উৎপাদন ভারতের এই যাত্রা এখন কতটা এগিয়েছে, তা চলতি মাসে ১৭ তারিখ থেকে তারই ছবি স্পষ্ট হবে।

সামাজিক অধিকারিতা শিবির প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে

৭৬তম জন্মদিন উপলক্ষে দেশের ৭৬টিরও বেশি স্থানে ৫৮,০০০-এরও বেশি প্রবীণ নাগরিক ও বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিকে বিনামূল্যে সহায়ক সরঞ্জাম বিতরণ করা হচ্ছে। হাইলাকান্দি জেলায় প্রায় সাড়ে তিন হাজার দিব্যাঙ্গজন এই সুবিধা পাচ্ছেন। দেশব্যাপী কর্মসূচিতে প্রায় ৬৮ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে বলেও তিনি জানান। বিধায়ক ড. মিলন দাস জানান, অ্যালিমকোর বাছাই শিবিরে সুবিধাভোগীদের প্রয়োজন মূল্যায়ন করে তাঁদের জন্য উপযুক্ত সহায়ক সরঞ্জাম নির্দিষ্ট করা হয়েছে। হাইলাকান্দিতে ১,০৬৮ জন সুবিধাভোগীর মধ্যে ৯৬ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা মূল্যের মোট ৩,৫৩৫টি সহায়ক সরঞ্জাম বিতরণ করা হবে। সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের অধীনস্থ কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থা অ্যালিমকো জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় এই শিবিরের আয়োজন করছে। ‘রাষ্ট্রীয় বায়োশ্রী যোজনা’ ও ‘এডিআইপি’ প্রকল্পের আওতায় যোগ্য প্রবীণ নাগরিক এবং বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়ক সামগ্রী প্রদান করা হচ্ছে। এরপর আনুষ্ঠানিকভাবে সুবিধাভোগীদের মধ্যে সহায়ক সামগ্রী বিতরণ করা হয়। বিতরণ করা সামগ্রীর মধ্যে ছিল বিদ্যুৎচালিত ত্রিচক্রযান, টিএলএম কিট, শ্রবণযন্ত্রসহ বিভিন্ন ধরনের সহায়ক সরঞ্জাম। এদিন সাইবার নিরাপত্তা বিষয়েও সচেতনতামূলক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

একের পাতার পর

‘নেশামুক্ত ভারত সংকল্প’ অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল

নেশার বিরুদ্ধে লড়াইকে শুধুমাত্র আজকের অনুষ্ঠানে সীমিত না রেখে নিজের পরিবার, গ্রাম এবং এলাকায় ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানান রাজ্যপাল।

তিনি আরও বলেন, ১৯৪৭ সালের আগে আমরা ইংরেজদের গোলাম ছিলাম। আমাদের স্বাধীনতা ছিল না। নিজেদের ইচ্ছায় কোনও কাজই করতে পারতাম না। সেখান থেকে লড়াই করে আমাদের স্বাধীনতার প্রাপ্তির দিকে অগ্রসর করেন স্বাধীনতা সংগ্রামীরা। তাদের সংগ্রামের ফলেই আজ আমরা স্বাধীন হতে পেরেছি। ঠিক সেভাবে ড্রাগনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যুবকদেরই এগিয়ে আসতে হবে। স্বাধীনতা সংগ্রামীরা যে ভাবে লড়াই করে দেশকে স্বাধীন করেছেন, ঠিক সেইভাবে নেশার বিরুদ্ধেও লড়াই করে যুব সমাজকে সজাগ করতে হবে। দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেশামুক্ত ভারত অভিযানে সামিল হয়ে অসম তথা ভারতকে নেশামুক্ত করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে বলে মনে করিয়ে দেন রাজ্যপাল।

মন্ত্রী কৌশিক রাই বলেন, আজ খুশির দিন, কারণ আজ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন। তিনি বিগত ২৫ বছর ধরে রাজ্য ও দেশকে নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন। রাজ্যপালকে স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেন, আজ রাজ্যপাল আমাদের লক্ষীপুর এসেছেন এবং জেলার সবচেয়ে বয়স্ক নাগরিক আমাদের লক্ষীপুরের ছোটমামদা জিপির সুনীলা দাসকে সংবর্ধনা প্রদান করেছেন। এটা আমাদের কাছে গর্বের বিষয়। এই প্রথমবার কোনও রাজ্যপাল নেহরু কলেজে এসেছেন, এটাও আমাদের কাছে গৌরবের। তিনি বলেন, নেশার বিরুদ্ধে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের লড়াই চলছে। এই লড়াইকে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে নেশামুক্ত ভারত সংকল্প অভিযানে অংশ গ্রহণ করার জন্য রাজ্যপাল এখানে এসেছেন। তিনি আগামী প্রজন্মের জন্য এই সংকল্প নিয়ে এসেছেন। নেশামুক্ত ভারত সংকল্প পদযাত্রার মাধ্যমে লক্ষীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের পয়লাপুল নেহরু কলেজ থেকে শুরু হচ্ছে এবং ২ অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন পর্যন্ত সারা রাজ্যে চলবে। কৌশিক বলেন, লক্ষীপুরকে করিডর করে মায়ান্মার থেকে মণিপুর হয়ে ড্রাগস পাচার হচ্ছে। আবার মায়ান্মার থেকে মিজোরাম হয়ে ধলাইয়ে ঢুকছে ড্রাগস পাচারকারীরা।

জন্মগত হৃদরোগে আক্রান্ত শিশুদের বিনামূল্যে চিকিৎসার

জন্মদিন উদযাপনের অঙ্গ হিসেবে রাজ্য সরকার সিএইচডি-তে আক্রান্ত ৭৬ জন রোগীকে দেশের বিভিন্ন চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়েছে। তিনি বলেন, ‘আজ আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ৭৬তম জন্মদিন উপলক্ষে অসম সরকারের পক্ষ থেকে আমরা ৭৬ জন সিএইচডি রোগীকে বিভিন্ন চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়েছি। এর মধ্যে কলকাতা, বেঙ্গালুরু নারায়ণ হাসপাতাল এবং মুম্বইয়ের হাসপাতাল রয়েছে।’

ডাঃ বেজবরুয়া জানান, এই বিনামূল্যে চিকিৎসা কর্মসূচি ২০১০ সালের ১ জুলাই থেকে অসমে চালু রয়েছে। কর্মসূচি শুরু হওয়ার পর থেকে এখনও পর্যন্ত হাজার হাজার শিশু এর মাধ্যমে বিনামূল্যে চিকিৎসার সুযোগ পেয়েছে। তাঁর কথায়, রাজ্য সরকার এই কর্মসূচি শুরু করার পর এখনও পর্যন্ত ১৪,৭২৬ জন রোগীকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পাঠানো হয়েছে এবং চিকিৎসার পর তাঁদের সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়ে আনা হয়েছে। তিনি বলেন, এই কর্মসূচি ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। তবে প্রধানমন্ত্রীর ৭৬তম জন্মদিন উপলক্ষে এবারের উদ্যোগটি বিশেষভাবে পালন করা হচ্ছে। গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সুপারিনটেনডেন্ট ডাঃ দেবজিৎ চৌধুরীও জানান, ‘প্রধানমন্ত্রীর ৭৬তম জন্মদিনে অসম সরকার জন্মগত হৃদরোগের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা কর্মসূচির অধীনে এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আজ আমরা ৭৬ জন রোগীকে চিহ্নিত করে জন্মগত হৃদরোগের চিকিৎসার জন্য ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের হাসপাতালে পাঠিয়েছি। গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকেও এখনও পর্যন্ত ২,০১৫টিরও বেশি দল বা রোগীকে চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পাঠানো হয়েছে বলে তিনি জানান। তাঁর কথায়, এই প্রকল্পের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হল রোগীর সঙ্গে একজন অভিভাবকও যেতে পারেন। তাঁদের যাতায়াত, খাবার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় খরচও রাজ্য সরকার বহন করে। ফলে আর্থিকভাবে অসচ্ছল পরিবারের শিশুদেরও উন্নত চিকিৎসার সুযোগ পাওয়া সম্ভব হচ্ছে। এই উদ্যোগের জন্য মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জানান ডাঃ দেবজিৎ চৌধুরী। তিনি বলেন, এই উদ্যোগের জন্য আমাদের মুখ্যমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানাতে হবে। সামগ্রিকভাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকেও অভিনন্দন জানাতে হবে, কারণ হৃদযন্ত্রের সমস্যায় ভুগছে এমন প্রতিটি শিশুর জন্য এই ধরনের উদ্যোগের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

চিকিৎসা পেশায় দায়িত্ববোধ মানবতা প্রয়োজন (১)



শিলচর : শিলচর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চলতি শিক্ষাবর্ষের ৫৭ ব্যাচের নবীনবরণ অনুষ্ঠান হয় মঙ্গলবার। এ দিন সকালে কলেজ প্রেক্ষাগৃহ প্রাঙ্গণে পতাকা উত্তোলন করে এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন রাজ্যের নগরোন্নয়ন মন্ত্রী কৌশিক রাই, রাজ্যসভা সাংসদ কণাদ পুরকায়স্থ ছিলেন মেডিক্যালের নবনিযুক্ত অধ্যক্ষ অভিজিৎ স্বামী, শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা সহ অভিভাবকরা। এ দিন প্রদীপ প্রজ্জ্বলন এবং বন্দেমাতরম সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে শুরু হয় নবীনবরণ অনুষ্ঠানের। অনুষ্ঠানে শিলচর মেডিক্যাল পরিচালন সমিতির চেয়ারম্যান রাজ্যের নগরোন্নয়ন মন্ত্রী কৌশিক রাই নবাগত শিক্ষার্থীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে বলেন, শুধু জীবিকা নয়, চিকিৎসা পেশা হল জনগণের জীবন ও স্বাস্থ্যের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত মহান দায়িত্ব। এই পেশায় জ্ঞান-দক্ষতার সঙ্গে মানবতাবোধ ও দায়িত্ববোধ থাকা আবশ্যিক। জ্ঞান, নিষ্ঠা, সহমর্মিতা, মানবিকতা ও দায়িত্ববোধকে চিকিৎসা শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গ্রহণ করতে নবাগত শিক্ষার্থীদের আহ্বান জানান তিনি। নতুন প্রজন্মের এমবিবিএস শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতে নিজেদের জ্ঞান ও দক্ষতাকে মানুষের সেবায় কাজে লাগাবেন বলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে মন্ত্রী আরও বলেন, শিক্ষার্থীদের নিষ্ঠা, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সমাজের প্রতি অঙ্গীকার বরাক উপত্যকা তথা অসমের স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এর আগে বক্তব্যে রাজ্যসভা সাংসদ কণাদ পুরকায়স্থ বলেন, এমবিবিএস শুধু ডিগ্রি নয়, জনসেবার মহান দায়িত্ব। তিনি বলেন, প্রত্যেক মা-বাবার স্বপ্ন

সন্তান বড় হয়ে সমাজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবে। সেই লক্ষ্যে মা-বাবা তাদের সারা জীবনের সঞ্চয় এবং সময় সন্তানদের শিক্ষার জন্য ব্যয় করে দেন। সন্তানের জন্য কতটা ত্যাগ স্বীকার করেন, নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিসর্জন দেন, জীবনে সংগ্রাম করেন, মা-বাবা কখনওই সে কথা মুখ ফুটে বলেন না। তাই চিকিৎসাবিদ্যা নিয়ে পড়ুয়াদের মনে রাখতে হবে তাঁদের সাদা কোটে (অ্যাপ্রনে) বহন করছে মা-বাবার স্বপ্ন। একইভাবে চিকিৎসকের গায়ে জড়ানো সাদা কোট বহন করছে জনগণের আস্থা-ভরসা। সে জন্যই ডাক্তার হয়ে যাওয়া মানেই ডিগ্রি অর্জন নয়, তা জনসেবার এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেওয়া। একজন রোগী হয়তো তার জীবনের সবচেয়ে অসহায় মুহূর্তে আপনার কাছে আসবেন। সেই মুহূর্তে তিনি আপনার ওপরই পূর্ণ আস্থা রাখবেন। তারা কখনও জানতে চাইবেন না যে আপনি নিউ পরীক্ষা বা মেডিক্যাল পরীক্ষায় কত নম্বর পেয়েছিলেন। জীবন বাঁচাতে ও সেবা দিতে আপনি আপনার সাধ্যমতো সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন, সেই আস্থা-ভরসা নিয়ে আসবেন একজন রোগী। সেই আস্থা বা ভরসা বজায় রাখাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

নবাগত এমবিবিএস শিক্ষার্থীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে সাংসদ কণাদ পুরকায়স্থ বলেন, এমবিবিএস কোর্স শিক্ষা জীবনের এমন এক যাত্রা, যা অচিরেই নবাগতদের সাধারণ মেডিক্যাল শিক্ষার্থী থেকে দায়িত্বশীল চিকিৎসক এবং সর্বোপরি মানবতার সেবকে রূপান্তরিত করবে। অদূর ভবিষ্যতে জ্ঞান, দক্ষতা, সহানুভূতি, শৃঙ্খলা ও পেশাগত নৈতিকতায় সমাজের সেবা করবে আজকের শিক্ষার্থীরা, এমন প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন তিনি। সাংসদ আরও বলেন, আজকের দিনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রতিনিয়ত বিবর্তন হচ্ছে। তাই শিক্ষার্জন থেকে বিরত থাকলে চলবে না। মনে

রাখবেন একজন খ্যাতিনামা চিকিৎসক আজীবন একজন শিক্ষার্থীই থেকে যান। দ্বিতীয়ত, নৈতিকতার সঙ্গে কখনও আপস করা যাবে না। সততা বা নৈতিকতা ছাড়া সাফল্যের কোনও প্রকৃত অর্থ নেই। চিকিৎসাক্ষেত্রের পুঁথিগত বিদ্যা অর্জন করে হয়তো একজন চিকিৎসক হতে পারবেন। কিন্তু নৈতিকতায় তিনি এমন একজন চিকিৎসক হয়ে উঠতে পারবেন যার ওপর মানুষ আস্থা রাখতে পারবে। তৃতীয়ত এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল জীবনের পরম তৃপ্তি কেবল অর্থ উপার্জন বা খ্যাতি অর্জনের মধ্যে নিহিত নয়। ‘আমার কারণে কারও জীবন আরও ভালো হয়েছে’, এতেই জীবনের পরম তৃপ্তি। নিবেদিতপ্রাণ মানব সেবার প্রকৃত অর্থ এটাই। চিকিৎসক হয়ে কর্তব্য পালনে গ্রাম ও শহরের যেখানেই যান না কেন, জ্ঞান-দক্ষতা, মানবতাবোধ ও নৈতিকতার সিঁড়ি ভেঙেই সাফল্যের শিখরে পৌঁছাতে পারবেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ইতিবৃত্ত এবং ঐতিহ্যের ওপর আলোকপাত করে নবাগত শিক্ষার্থীদের উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর ভবিষ্যৎ কামনা করেন অধ্যক্ষ ডাঃ অভিজিৎ স্বামী। তাদের শিক্ষার্জনে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে তিনি বলেন, নিউ এমন এক পরীক্ষা, যেখানে মাত্র ৫ বা ৬ শতাংশ পড়ুয়াই সফল হতে পারে। জীবনের এমন কঠিন পরীক্ষায় আজ যারা এমবিবিএস কোর্সে ভর্তি হয়েছেন, আগামী দিনে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে আরও কঠিন পরীক্ষা এবং প্রত্যাহ্বান।

“বিশাল বিশাল দাঁতাল”

ডাঃ শিশির কুমার বিশ্বাস

বিশাল বিশাল দাঁতাল সব,
জঙ্গলে করে বাস;
লোকালয়ে ঢুকে কখনো,
সৃষ্টি করে ত্রাস।
বুদ্ধি করে মানুষগণ,
দাঁতাল কে করে বশ;
কার্যে লাগায়, উপকারে আসে,
ঘটে প্রীতির পরশ!

“দুগ্ধ”

দুগ্ধ খেয়ে মুগ্ধ মন,
মুগ্ধ অতি মাখন;
ঘি খেয়ে বল বাড়ে,
সুখের হয় জীবন।
মিষ্টি মিঠাই তৈরি হয়,
দুধের নানা প্রকার;
ইচ্ছা হয় দুধের বস্ত্র,
খাই বারবার।

“সাধু”

সাধু খান মধু,
বলেন মৃদু কথা;
কখনো বলেন না তিনি,
সত্য ছাড়া মিথ্যা।
সাধু থাকেন ধর্মপ্রাণ,
লোকের করেন কল্যাণ;
ছদ্মবেশী সাধুর দল,
নেয় অনেকের প্রাণ।



ভক্তি সেন তালুকদার এক পরিচিত নাম। তিনি পেশাগত দিক দিয়ে শিক্ষকতার কাজ করেছেন এবং এখন রাজনৈতিক অঙ্গনে বিশেষভাবে দাঁড়িয়েছেন কারণকি তিনি আসন্ন পুরনিগমের ২০ নং ওয়ার্ড থেকে গুণময়ী রোডের বাসিন্দা আর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার আগেই তিনি বিজয়ী হয়ে গিয়েছেন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আর বাড়তি সামাজিক দায়িত্ব পালনে যোগসন থেকে শুরু করে তবলা, আর্ট ইত্যাদিতেও যুক্ত হয়ে রয়েছেন শান্তিশ্রী সমিতির মাধ্যমে। তারাপুর, শিলচর।

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হলেন বিজেন্দ্র



শুভেচ্ছা প্রতিবেদন, শিলচর : শিলচর ৯ নং ওয়ার্ডের বিজেপি মনোনীত শিলচর পৌর নিগমের নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়েছিলেন আর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি ঐ ওয়ার্ড থেকে ইতিমধ্যেই জয়লাভ করেনিলেন শংসাপত্র পাওয়ার মধ্য দিয়ে। উল্লেখ্য আগামী ৩ অক্টোবর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আর ৬ অক্টোবর নির্বাচনে ভোট গণনার দিন ধার্য করা হয়েছে। এই বিজয়ী হওয়ার জন্য তাঁকে গত শনিবার ১৯ সেপ্টেম্বর গান্ধীনগর রোড (খাসিয়াপাড়া) কালীবাড়ি প্রাঙ্গনে ভারতীয় জনতা পার্টির এই বিজয়ী প্রার্থীকে কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্য সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সভার সাংসদ কণাদ পুরকায়স্থ, উদারবন্দ সমষ্টির বিধায়ক রাজদীপ গোয়ালা, মালুগ্রাম-রংপুর মণ্ডলের বিজেপির মণ্ডল সভাপতি পুলক দেব।

৯ নং ওয়ার্ডের নির্বাচন পরিচালনা কমটির সভাপতি রতীশ রঞ্জন সেন, সহ-সভাপতি শৈবাল সাহা এবং প্রত্যেক বুথের সভাপতি-সম্পাদক সহ কার্যকর্তারা এবং শক্তিকেন্দ্রের প্রমুখ সহ বিভিন্ন মোর্চার সদস্য-সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। বিজেন্দ্র প্রসাদ কৃতজ্ঞতা সভায় তাঁর বক্তব্যে বলেন, দলের সকলের অক্লান্ত পরিশ্রম, সহযোগিতা এবং ভালবাসা পাওয়ার জন্য তিনি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।